

প্রণতি তোমায়

মাহমুদা রুন্না

(স্বাধীনতা দিবসে বাংলাদেশের ক্রিকেট দলের জন্য আমার প্রণতি)

খুব কাছ থেকে মুক্তিযুদ্ধ দেখেছি, দেখেছি স্বাধীনতা। সে সত্য উপলব্ধি, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ব্যাপ্তি অনেক অনেক বিশাল। আমি একজন সাধারণ মানুষ জয়ের আনন্দে উদ্বেলিত হই, পরাজয়ে বিষণ্ণ হই আবার সামান্য আশার আলোর ছটায় সাফল্যের স্বপ্ন দেখি। মুক্তিযুদ্ধের অভিজ্ঞতা বা তার বিশ্লেষণ মূলক কোন মৌলিক রচনা আমি লিখতে পারিনি কখনো কারণ সেখানে আছে আমার পরিবারের এক বিশাল বিসর্জন। আমি হৃদয় খুড়ে বেদনা জাগাতে পারি না। আমি একজন মুক্তিযোদ্ধার বোন, আমার অন্তরের গহীনের যে শব্দ সেটা শুধুই আমিই শুনতে পাই সে শব্দ বহুবিধ প্রেরণার ধারায় আমাকে বাহিত করে বাংলাদেশ নামক এক ভূখণ্ডের চিন্তা ও চেতনায়। তাই আমি দেশকে ছাড়া কোন কবিতা আজো লিখতে পারিনি, আজো লিখতে পারিনি কোন প্রেমের কবিতা যা একজন কবির সহজাত কাব্য। আমার সমগ্র কবিতায় প্রেম সেই দেশটার জন্য যে দেশের মুক্তিযোদ্ধা আমার ভাই। সে যোদ্ধার গল্প আর একদিনের জন্য রেখে দিলেম, আজ বলতে খুব ইচ্ছে করছে আমার দেশের তরুণ ক্রিকেট আর ক্রিকেটারদের কথা। রয়েল বেঙ্গল টাইগার মুশফিক-সাকিব-তামিম তোমাদের জন্য আমার এই সামান্য নিবেদন। আমার জীবনে, আমার হৃদয়ে যে মুক্তিযুদ্ধের অহংকার তার পুরোটাই আমি তোমাদের জন্য নিবেদন করলাম। এ আমার সামান্য প্রণতি তোমাদের অসামান্য যুদ্ধের এই কঠিন যাত্রাপথের জন্য।

বাংলাদেশের উদ্ভবের রাজনীতি, সংগ্রামের ইতিহাস, ভাষা-দেশ-মানুষ সমগ্রতায় মুক্তির যে গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস তার বয়স অনেক দীর্ঘ। সেই সিরাজদৌলা থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব তারপর ৭১ থেকে আজ ২০১২। রাজনীতি এই ইতিহাসের পথকে পর্যায়ক্রমে এক অধ্যায় থেকে অন্য অধ্যায়ে নিয়ে গেছে অসামান্য সাফল্যের গতিতে। আমাদের যে অসামান্য অর্জন তার পর্যালোচনা আমার এই লেখার সামান্য পরিসরে আমি আনতে চাইনা তবে সত্য কথা এটাই আমি সেই উঁচু পর্যায়ের কোন বিশ্লেষক নই এবং সে কথাগুলো লেখবার যোগ্যতাও আমার নেই। বাংলাদেশ উন্নত বিশ্বের খাতায় ছিল ঝড়-জলোচ্ছ্বাস-ক্ষুধা-দারিদ্রের ছবিসহ একটি ক্ষুদ্রে মানচিত্র। যখন ২১ বছর আগে আমি একটা বহুজাতিক টেলিকম বৃটিশ টেলিকমে চাকুরীতে যোগ দিলেম ইন্টারভিউতে আমাকে জিজ্ঞেস করা হোল আমি কোন দেশ থেকে এসেছি। বাংলাদেশকে চিনে ফেললো ৮৮র প্লাবনের রিলিফের কথা মনে করে। এমনই অনেক বেদনা-কাব্য আছে আমার এই প্রবাস জীবনে।

আমাদের বহুবছরের গর্বিত রাজনীতি আমাদেরকে দিতে পারেনি কোন সম্মানিত স্থান যেখানে দাঁড়িয়ে দেখানো যায় লাল-সবুজের পতাকা বিশাল আকাশ জুড়ে। সেই রাজনৈতিক ইতিহাসের কালের চেয়ে অতি স্বল্প কালের যে সাফল্য তা হোল বাংলাদেশের ক্রিকেট। মাত্র কয়েক বছরের ব্যবধানে এই টগবগে তরুণ ক্রিকেট তার বাংলাদেশকে নিয়ে গেছে বিশ্ব-মানচিত্রের সর্বোচ্চ

স্থানে। আজ কটুর অজীরা সম্মানের সাথে উচ্চারণ করে এই নামগুলো সাকিব-আল-হাসান মুশফিকার আর তামিম।

এই রয়েল বেঙ্গল টাইগার তরুণেরা যখন মাঠে নামে তখন সমগ্র বাংলাদেশ এক হয়ে এক চিন্তা এক চেতনা এক অভীষ্ট লক্ষ্যের দিকে তাকিয়ে থাকে। যখন ওরা জিতে যায় একসাথে গর্জন করে ওঠে সারা দেশ “বাংলাদেশ” বলে এক আকাশ ভরসার শক্তি নিয়ে, পরাজয়ে কাঁদে একসাথে, আবার গা ঝাড়া দিয়ে ওঠে একসাথে আগামীর জয়ের আশায়। আমার সমস্ত চেতনা ফিরে যায় সেই মুক্তিযুদ্ধের সময়ে যখন সমগ্র বাংলাদেশ এক চিন্তা এক চেতনায় এক অভীষ্ট লক্ষ্যে যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করেছিল।

এই ক্রিকেট আমার সন্তানকে বাংলাদেশ নিয়ে স্বপ্ন দেখাতে বাংলাদেশকে ভালবাসতে শিখিয়েছে। যা আমার এ জীবনের সমস্ত চেষ্টাতেও সম্ভব হয়নি। আমার ছেলে যখন বাংলাদেশের জার্সি পড়ে বিশাল এক লাল-সবুজ পতাকা দেয়ালে ঝুলিয়ে কখনো টিভির সামনে কখনো কম্পিউটারের সামনে খেলা দেখে আর আনন্দ-বেদনায়-উচ্ছ্বাসে-হতাশায় খেলার সাথে মিশে যায় আমি আমার গহীনের সেই চেতনাকে চোখের সামনে দেখতে পাই। আনন্দে আমি কাঁদতে থাকি, শহীদ ভাইকে ডেকে বলতে থাকি দেখ দেখ আমার এক টুকরো বাংলাদেশ, দেখে যা আমার ঘরে। আমাদের বাংলাদেশের ভাঙ্গা ঘরে এক আকাশ চাঁদের আলো এই তরুণ ক্রিকেট আর তার চেয়েও তরুণ এই ক্রিকেটার টাইগার্স। মাত্র এই কটা বছরে বাংলাদেশের আপামর জনতার জনপ্রিয়তার শীর্ষে স্থান নিয়েছে এই ক্রিকেট।

বাংলাদেশের রাজনীতির বয়স দীর্ঘ, অভিজ্ঞতা তার চেয়েও দীর্ঘ। এই দীর্ঘ অভিজ্ঞতার রাজনীতির ফসল বর্তমানের অরাজক রাজনীতি। ঠিক একই সময়ে বিশ্ব-ক্রিকেটের বয়সের মাত্রায় শিশু বাংলাদেশ ক্রিকেট দেদীপ্যমান প্রত্যয়ে একীভূত করেছে সমগ্র পৃথিবীতে ছড়িয়ে থাকা বাঙ্গালীকে। নির্মলেন্দু গুন যেমন বলেছিলেন তার বিখ্যাত সেই কবিতায় (“স্বাধীনতা এই শব্দটি কিভাবে আমাদের হোল”) তেমন করে আমার বলতে ইচ্ছে হচ্ছে ক্রিকেট এই শব্দটি কিভাবে বাংলাদেশ হল, ক্রিকেট কিভাবে বাংলাদেশ হোয়ে গেল, ক্রিকেট কিভাবে বাংলাদেশকে বিশ্ব-মানচিত্রে তুলে ধরলো, ক্রিকেট কিভাবে বাংলাদেশকে আবার শেখালো এক ধ্বনিতে “বাংলাদেশ” বলে গর্জে উঠতে। যদি লিখতে পারতাম তেমনই একটি কবিতা।।

তাই আমার অনন্ত ভরসা নিরন্তর এই তরুণের একাত্ম হওয়ার এই প্রক্রিয়ায়। ওরা ঠিক চিনতে পেরেছে পক্ষ ও প্রতিপক্ষ। আমরা যারা মুক্তিযুদ্ধ দেখেছি আর আজকের সংসদে যা দেখছি সেই আমাদেরই আস্থার জায়গা এই তরুণ প্রজন্ম। সে দিন আর খুব বেশী দূরে নয় এই তরুণ্যই রাজনীতির দ্বিপাক্ষিক স্বার্থ-যুদ্ধ হোতে এই দেশটাকে মুক্ত করবেই।

এই তরুণ ক্রিকেট আর তার চেয়েও তরুণ ক্রিকেটার টাইগার্স আমাকে সে স্বপ্নের দিকে দ্রুত পথ কেটে নিয়ে যাচ্ছে। সামান্য ক্রিকেটের সামান্য অর্জনে যারা “বাংলাদেশ” গর্জনে সমগ্র দেশকে কাপিয়ে তোলে, সমগ্র পৃথিবীর প্রবাসী বাঙ্গালী তরুণ প্রজন্মের কাছে বাংলা ও

বাংলাদেশকে মাথা উঁচু করে ধরে রাখে। সেই ক্রিকেটামোদে একাত্ম বাঙ্গালী নিশ্চয়ই একদিন রাজনৈতিক অনিষ্টকারী দেশের আভ্যন্তরীণ শত্রুর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবেই, সে আশার ক্ষেত্র এখন খুবই পরিপক্ব এবং সেই গণজাগরণ অতি নিকটেই অপেক্ষমাণ সময়ের কাছে। এই সেই তরুণ সমাজ প্রস্তুত হচ্ছে সেই বাংলাদেশের জন্য যে বাংলাদেশ করুণা চায়না চায় সমীহ, চায় আপন তেজে কঠোর হোতে, চায় আত্মবিশ্বাসের সাথে উন্নয়নের কল-কারখানার অপ্রতিরোধ্য আনন্দিত কলতান, বিশ্বমানের শিক্ষা সমৃদ্ধ সত্যকারের বাংলাদেশ। সেই সমৃদ্ধ বোদ্ধা রাজনীতি এই তরুণদের বিজ্ঞতার একাগ্র প্রচেষ্টায় ফিরে আসবেই, আসতেই হবে এই বাংলাদেশেই আবহমান বাংলার ঐতিহ্যে লালিত ও পালিত হয়েছে।

মুশফিল-তামিম-সাকিব সহ বাংলাদেশ টাইগার্সদের জন্য দিতে চাই আমার হৃদয়ের গহীনের সেই চেতনার প্রত্যয়, আশীর্বাদের সমস্তটাই নিংরে দিলেম তোমাদের অনেক অনেক শক্তিমান প্রত্যয়ী ভবিষ্যতের জন্য। স্বাধীনতার ৪১ বছর পূর্তির এই লগ্নে তোমাদের হাতে তুলে দিলেম আমার মুক্তিযোদ্ধা ভাইয়ের যুদ্ধের প্রত্যয়, তার দোদাঁড় সাহসিক প্রতিজ্ঞা দেশের জন্য। সবটুকুই তোমাদের জন্য আমার প্রণতি। একদিন এ পৃথিবীর সেরাদের সেরা গৌরব তোমরাই এনে দেবে আমার প্রাণের দেশটার জন্য। এখনো অনেক দূরে যেতে হবে, পথ দুর্গম বন্ধুর - একনিষ্ঠ অভিপ্রায়ে এগয়ে যাও লাল-সবুজকে বুকে করে। ত্রিশ লক্ষ শহীদের আত্মা তোমাদের শক্তি দেবে, কোটি কোটি মানুষ দেবে প্রেরণা - তোমরা তোমাদের সর্বোচ্চ শক্তি দিয়ে রুখে দাঁড়াবে প্রতিপক্ষের বিপক্ষে বার বার বহুবার।

তীরহারা এই চেউয়ের সাগর তোমরা পাড়ি দেবে, ওহে নবীন মাঝি শক্ত হাতে ধর হাল - লাল-সবুজে তোল পাল ওই আকাশের নীলিমায় - যতদূর দৃষ্টি যায় বিশ্বের প্রতিটি প্রান্ত থেকে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা চির তারুণ্যের অনন্যতায় শাশ্বত প্রেরণা হোক প্রতিটি বাঙ্গালীর।

২৪ মার্চ ২০১২